তারিখ ... 02 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

সংবাদ

ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ

রক্তাক্ত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

- নিহত ১ : আহত ২০
- তিন হল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার
- বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা
- চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা
- বরিশালেও ছাত্রলীগের সংঘর্ষ

জাহিদুর রহমান, কুমিল্লা

শোকাবহ আগস্টের প্রথম প্রহরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিকে মোমবাতি প্রজ্বলন শেষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে প্রাণ গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং ৭ম ব্যাচের শিক্ষার্থী খালিদ সাইফুল্লাহর। প্রতিষ্ঠার ১১ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ে এটিই অপরাজনীতির আধিপত্য বিস্তারে প্রথম হত্যাকাণ্ড। সোমবার রাত সাড়ে ১২টা থেকে দুই ঘণ্টাব্যাপী এ সংঘর্ষে আহত হয় আরও অন্তত ২০ শিক্ষার্থী। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি হলে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে বিদেশি পিস্তলসহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এদিকে সংঘর্ষ ও হতাহতের ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। এছাড়া ঘটনার তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর কুভু গোপী দাসকে প্রধান করে ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদিকে ঘটনার পর সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। রাত সাড়ে ৭টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানায় মামলা দায়ের হয়নি। এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিহত খালেদ সাইফুল্লাহর ময়নাতদন্ত শেষে বিকেলে গ্রামের বাড়ি জেলার দাউদকান্দি উপজেলার তুজারভাঙ্গা গ্রামের কবরস্থানে লাশ দাফন করা হয়। খালিদ সাইফুল্লাহ জেলার দাউদকান্দি আদর্শ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও মডেল থানা জামে মসজিদের ঈমাম মাওলানা জয়নাল আবেদীনের পুত্র। জানা যায়, শোকাবহ আগস্টের প্রথম প্রহর রোববার রাত ১২টা ১ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মোমবাতি প্রজ্বলনে অংশগ্রহণ করে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দুইটি গ্রুপ। এতে কাজী নজরুল ইসলাম হলের প্রাধ্যক্ষ মেহেদী হাসান ও আবাসিক শিক্ষক মোহাম্মদ নাসির হোসেইন, সহকারী প্রক্টর আজমাইন মোহতাসিম মীরসহ কয়েকজন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। মোমবাতি প্রজ্বলন শেষে শিক্ষকরা চলে গেলে শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি নাজমুল হাসান আলিফ ও সাধারণ সম্পাদক রেজা-ই-এলাহী গ্রুপ এবং ছাত্রলীগ নেতা ইলিয়াস হোসেন সবুজ সমর্থিত সহ-সভাপতি রুপম দেবনাথ ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম মাজেদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় ছাত্রলীগের দুই পক্ষই বহিরাগতদের নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষের একপর্যায়ে কাজী নজরুল ইসলাম হলের আবাসিক ও মার্কেটিং ৭ম ব্যাচের শিক্ষার্থী খালিদ সাইফুল্লাহর মাথায় গুলি লাগে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রথমে তাকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয় এবং পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক সাইফুল্লাহকে মৃত ঘোষণা করেন। খালিদ সাইফুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ম ব্যাচের শিক্ষার্থী। এছাড়া আরও আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে আতিকুর রহমান, আসাদুল ইসলাম রনি, রিয়াজ উদ্দিন, নওশাদ গুরুতর আহত হন। তাদের কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রায় দুই ঘণ্টা রামদা, ছুরি, চাপাতি, ছোড়াসহ নানান দেশীয় ও অস্ত্রঅস্ত্র নিয়ে চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা। শিক্ষার্থীরা জানায়, বঙ্গবন্ধু হলের সংঘর্ষ থামাতে প্রক্টরিয়াল বডিসহ হলের প্রশাসন যখন কাজ করছিল তখন কাজী নজরুল ইসলাম হলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় বহিরাগতরা। এ সময় ব্যাপকভাবে ভাঙচুর চালানো হয়। এছাড়া ৩০৫, ২০৫ ও ২০৯সহ বেশ কয়েকটি কক্ষে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। খবর পেয়ে নজরুল হলের প্রাধ্যক্ষসহ শিক্ষকরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ ও গুলির ঘটনায় ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপ পরস্পরকে দায়ী করে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল হাসান আলিফ বলেন, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হলের ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইলিয়াস হোসেন সবুজের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু হলে ঢুকে হামলা চালানো হয়েছে। আমরা ছিলাম নিরস্ত্র। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে ইলিয়াস হোসেন সবুজ বলেন, বিপ্লব নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের এক শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ কর্মী বহিরাগত যুবকদের নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। সংঘর্ষের একপর্যায়ে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য ও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে সোমবার সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২তম জরুরি সিন্ডিকেট ডেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে দেয় কর্তৃপক্ষ। সকাল ১১টার মধ্যে ছাত্রদের এবং দুপুর ২টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। বেলা ১১টার দিকে কুমিল্লার পুলিশ সুপার মো. শাহ্ আবিদ হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর) আলী আশরাফ ভূঁইয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দক্ষিণ) আবদুল্লাহ আল মামুনের উপস্থিতিতে আবাসিক হলগুলোতে তল্লাশি পরিচালনা করে বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসন। জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা খালিদ সাইফুল্লাহর গুলিবিদ্ধ হওয়ার স্থান পরিদর্শন ও প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করে পুলিশ। তল্লাশি শেষে কুমিল্লার পুলিশ সুপার শাহ্ আবিদ হোসেন জানান, তিনটি হল থেকে চায়নিজ কুড়াল, রামদা, কিরিচসহ কমপক্ষে ১শ'টি ধারালো ও দেশীয় অস্ত্র এবং বঙ্গবন্ধু হলের ছাদের পানির ট্যাংকি থেকে একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও হলের আশপাশের জঙ্গল থেকে বেশকিছু ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এদিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সভাপতি নাজমুল হাসান আলিফ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম মাজেদ ও ছাত্রলীগ কর্মী জিসান, রেজাউল ইসলাম, বায়েজীদ ইসলাম, জাহিদুল আলম, আবু বকর ছিদ্দিক, সুদীপ্ত নাথ, রূপম চন্দ্র দেবনাথসহ মোট ১০ জন ও বহিরাগত ২ জনসহ ১২ জনকে জেলা ডিবি কার্যালয়ে নেয়া হয়। ঘটনাটি তদন্তে ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. আলী আশরাফ জানান, সংঘর্ষে হত্যাকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার কুভুগোপী দাসকে প্রধান করে ৩ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। কমিটির অন্য দুইজন হলেন- ছাত্র উপদেষ্টা ড. আহসান উল্লাহ ও প্রক্টর মো. আইনুল হক। কমিটিকে খুব দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মো. আইনুল হক বলেন, এখন পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে নিহত ছাত্রলীগ নেতা খালিদ সাইফুল্লাহর লাশ সোমবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত শেষে জেলার দাউদকান্দিতে নিয়ে আসা হলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। বিকেলে দাউদকান্দি পৌর এলাকার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে বাদ আসর জানাজা শেষে তার লাশ স্থানীয় ঈদগাহ কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাজায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও প্রক্টর মো. আইনুল হক, সাধারণ সম্পাদক ড. কাজী কামাল উদ্দিন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের যুগ্ম মহাসচিব মেহেদী হাসান, দাউদকান্দি থানার ওসি মো. আবু সালাম মিয়া এবং দাউদকান্দি আদর্শ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী ও স্থানীয় এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীপেশার লোকজন অংশগ্রহণ করেন।

নিহত খালিদ সাইফুল্লাহ

কুমিল্লা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

কুমিল্লা : রক্তাক্ত
(১ম পৃষ্ঠার পর)

চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্রলীগের সংঘর্ষে মামলা

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় মামলা করেছে এক পক্ষ। গতকাল রাত ১২টা ৫ মিনিটে 'বহিরাগত' পক্ষের সুভাষ মল্লিক সবুজ বাদী হয়ে এ মামলা করেন।

এর আগে গত রোববার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়। নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রণি এবং স্থানীয় যুবলীগ নেতা নুর মোস্তাফা টিনু গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় টিনু গ্রুপের তিন কর্মী জীবন, বাপ্পী ও ইমাম গুলিবিদ্ধ হয়। প্রথম দুজনের পায়ে এবং ইমামের পিঠে গুলি লাগে।

মামলার বিষয়ে সেল ফোনে যোগাযোগ করা হলে চকবাজার থানার ডিউটি অফিসার জানান, মামলায় এজাহারনামীয় ১১ জন এবং অজ্ঞাত ২০-২৫ জনকে আসামি করা হয়েছে।

বিএম কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে হামলা পাল্টা হামলা ভাঙচুর

বিরোধীদলের নেতৃত্বহীন বরিশাল সরকারি বিএম কলেজে ছাত্রলীগের একাংশের হামলায় অপরাংশের তিন কর্মী আহত হয়েছে। এ সময় কলেজের ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক হোস্টেলের ২০৭ নম্বর কক্ষ ভাঙচুর করা হয়। রোববার রাত ১১টার দিকে এই হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হামলায় আহত তিন ছাত্রলীগ কর্মী হলো- রফিকুল ইসলাম, এএম অলি ও সজিব সিকদার। তাদের পুলিশ উদ্ধার করে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেলে ভর্তি করেছে।

ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক হলের একাধিক ছাত্র জানিয়েছে, রোববার বিকেলে কলেজের মেয়াদোত্তীর্ণ অনির্বাচিত ছাত্র কর্ম পরিষদের ভিপি মঈন তুষারের অনুসারী বহিরাগত শিপনের সঙ্গে সিনিয়র-জুনিয়র নিয়ে জিএস নাহিদের অনুসারী কলেজ ছাত্র রফিকুল ইসলামের বিরোধ হয়। এ নিয়ে বিকেলে তাদের মধ্যে হাতাহাতির পর রফিকের সহযোগীরা তুষার অনুসারী বহিরাগত ছাত্রলীগ কর্মী শিপনকে মারধর করে। বিকেলের ওই ঘটনার জের ধরে তুষার অনুসারীরা রাতে বহিরাগত শিপনসহ ১৫/২০ জনের একদল সন্ত্রাসী ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক হোস্টেলে হামলা চালায়। তারা হোস্টেলের দ্বিতীয় তলায় ২০৭ নম্বর কক্ষে থাকা নাহিদের অনুসারী রফিকুল ইসলাম, এএম অলি ও সজিব সিকদারকে ধারালো অস্ত্র, রড ও হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে-কুপিয়ে আহত করে। এ সময় ওই কক্ষও ভাঙচুর করা হয়। কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি শাহ মো. আওলাদ হোসেন জানান, সিনিয়র-জুনিয়র নিয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। আহত তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিএম কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক স.ম ইমানুল হাকিম বলেন, রাতে ছাত্রলীগের দুপক্ষের মধ্যে মারামারি হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।